গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২৯ সংখ্যা | ৪ - ১০ মার্চ ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

সমাজতন্ত্র হারিয়ে শান্তির রক্ষক আজ যুদ্ধের কারিগর

রুশ সামরিক আক্রমণের তীব্র নিন্দা এসইউসিআই(সি)-র

২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার একতরফা সামরিক অভিযানের তীব্র নিন্দা করে ওই দিনই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন, 'বিশেষ সামরিক অভিযান'-এর নামে ইউক্রেনে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন 'ন্যাটো' যুদ্ধজোট পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দেশগুলিকে নিজের নিয়ন্ত্রণের বৃত্তে টেনে এনেছে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই আগ্রাসন চালিয়েছে।

মার্কিন ও রুশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের এই দ্বন্দ্বের ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যা বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করছে। তদুপরি, অভূতপূর্ব বেকার সমস্যা, ছাঁটাই, দারিদ্র এবং এ সবের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুদ্ধ বাধিয়ে যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টি করে, উগ্র জাতিদম্ভে উস্কানি দিয়ে জনগণের দৃষ্টি ঘোরাতে চাইছে। আমরা দাবি করছি, রুশ সরকারকে অবিলম্বে এই আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির জোট ন্যাটো ভেঙে দিতে হবে।

এই নিবন্ধ লেখার সময় ইউক্রেনের আকাশে বারুদের গন্ধ, বোমা এবং অজস্র মিসাইল আছড়ে পড়ার শব্দ। ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোরে রুশ সৈন্যবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে ইউক্রেনের মুল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। ইউক্রেনের বিভিন্ন এলাকার রুশ দখলদারি এবং রাজধানী কিয়েভে বোমাবর্ষণ চলছে। ধ্বংসের পরিমাণ এবং হতাহতের সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। তিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাশিয়া, আমেরিকা এবং জার্মানির নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজার দখলের রাজনীতির বলি ইউক্রেনের অসহায় সাধারণ মানুষ।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯১৭ সালে মহান লেনিনের নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে ওঠে ১৯২১ থেকে ইউক্রেন ছিল তারই অঙ্গ। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের যুগে সমাজতন্ত্রের সুষম বিকাশের নীতির ফলে ইউক্রেন সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বাধিক কৃষিসমৃদ্ধ এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক শিল্প এবং প্রযুক্তি সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। দীর্ঘ দিন জারের দখলদারির ফলে ইউক্রেনে যে রুশবিদ্বেষ ছিল তা কাটিয়ে উঠে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নকে জাতি ভাষা-ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ করতে লেনিন-স্ট্যালিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউক্রেন সহ অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলির মানুষকে শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই দেয়নি, দিয়েছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের বাস্তব এবং সাংবিধানিক অধিকার। তাই জারের রাশিয়ায় বহু ভাষা, জাতি-উপজাতি বিরোধে বিভক্ত রাশিয়া লেনিন স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ (রাইট টু সিসিড) থাকলেও ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে

চারের পাতায় দেখুন

ইউক্রেনে রুশ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধজোট ন্যাটো ভেঙে দেওয়ার দাবিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এসপ্ল্যানেডে বিক্ষোভ-মিছিল। পুতিন-বাইডেনের কুশপুতুলে আগুন দেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

বাঁচার লড়াইয়ে সামিল হোন

২২ মার্চ মিছিলের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী আর তাঁর অর্থমন্ত্রী বাজেটে বিতরণ করেছেন 'অমৃতকালের' বাণী—দেশের নাগরিকদের জন্য তাঁদের নিদান ২৫ বছর পরের সুদিনের আশায় বুক বাঁধুন। ঠিক সেই সময় এ দেশের নাগরিকরা অভাব আর ঋণের জ্বালায় সপরিবারে বিষ পান করে জীবন জ্বালা জুড়োচ্ছেন। সুইসাইড নোটে তাঁরা দায়ী করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে আর তাঁর সরকারের নীতিকে। চাষি থেকে শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে হকার, খেটে খাওয়া সর্বস্তরের মানুষের জীবনের চিত্রটা আজ এতই মলিন যে, নিরুপায় হয়ে প্রতি ঘন্টায় অন্তত একজন ভারতীয় নাগরিক নিজের জীবনকে নিজেই শেষ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

যদিও তাতে এ দেশের শাসকদের কবেই বা কিছু এসে গেছে! মানুষকে বাঁচার অধিকার আদায় করতে হলে নিতে হবে যে পথ, তা নতুন করে তুলে ধরেছে সদ্য বিজয়ী কৃষক আন্দোলন। ৭০০ শহিদের জীবনদান উদ্ধত শাসককে বাধ্য করেছে মাথা নত করতে। গণআন্দোলনই যে দাবি আদায়ের পথ—তা বার বার তুলে ধরেছে এস ইউ সি আই (সি)। তাই এই দল যখন ডাক দিয়েছে—২২ মার্চ কলকাতা এবং শিলিগুড়ির রাজপথে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ মিছিলের, ডাক দিয়েছে—২৮-২৯ মার্চ দেশজুড়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে সাধারণ ধর্মঘট সফল করার, রাজ্য জুড়ে পাড়ায় পাড়ায় চলছে প্রচার, গড়ে উঠছে প্রস্তুতি।

বেকারত্বের হার করোনার আগেই ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ রেকর্ড ছুঁয়েছে। নিয়মিত মাইনের চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছেন আড়াই কোটি কর্মচারী। অসংগঠিত ক্ষেত্রে তা যে আরও বহু কোটি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সিএমআইই সংস্থার সমীক্ষা অনুসারে দেশের কর্মক্ষম মানুষের ৬৩ শতাংশেরই কোনও রোজগার নেই। নতুন শ্রমকোড এনে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকের স্থায়ী কাজের অধিকার, নির্দিষ্ট বেতনের অধিকার, কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই বাজেট অধিবেশনে সংসদে দাঁড়িয়ে বলে দিয়েছেন, কর্মসংস্থানের দায় আর সরকারের নয়। তিনি যুবকদের 'কৌশল' শিখে নিজেদেরই কাজ সৃষ্টি করার

দুয়ের পাতায় দেখুন

পৌরসভা নির্বাচনে ব্যাপক বুথ দখল ও সন্ত্রাস

গণপ্রতিরোধের ডাক এস ইউ সি আই (সি)-র

রাজ্যের পৌরসভা নির্বাচনে ব্যাপক বুথ দখল ও সন্ত্রাস সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৭ ফেব্রুয়ারি বলেন,

বিরোধীশূন্য পৌরসভা গঠনের উদগ্র বাসনায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে বন্দুকের মুখে ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়েছে, আগে থেকেই ভোটারদের ভয় দেখিয়েছে, বলপ্রয়োগ করে বিরোধী এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দিয়েছে, প্রার্থীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, বোমা গুলি চালিয়েছে, এমনকী সংবাদমাধ্যমের উপর হামলা চালিয়ে সাংবাদিকদের রক্তাক্ত করেছে—তা পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার কলঙ্কিত কার্যকলাপেরই নগ্ন পুনরাবৃত্তি বলা যায়। জয়নগর, জঙ্গিপুর, বহরমপুর, বারাসত, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার থেকে শুরু করে রাজ্যের যে সমস্ত পুরসভায় বিরোধী দল হুমকি প্রলোভন উপেক্ষা করে প্রার্থী দিয়েছিল, পুলিশ প্রশাসন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ ও সহায়তায় শাসক দলের সদস্য সমর্থক ও আশ্রিত সমাজবিরোধীরা বুথে বুথে এই তাণ্ডব চালিয়েছে। পুরসভাগুলি বিরোধী শূন্য করার উন্মত্ততা এতদূর যে,

দুয়ের পাতায় দেখুন

২২ মার্চ মিছিলের আহ্বান

একের পাতার পর

অমৃতবাণী শুনিয়েছেন।

পূর্বতন কংগ্রেস শাসনের কায়দাতেই জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা রেল-ব্যাঙ্ক-বিমা, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ সহ লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে নামমাত্র মূল্যে বেচে দেওয়া হচ্ছে আদানি, আম্বানি, টাটাদের মতো দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে। যাদের ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিতে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হচ্ছে, তাদের হাতেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে উপহার হিসেবে তুলে দিচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সাধারণ আমানতকারীদের নিরাপত্তা বিপন্ন। বিজেপি-আরএসএস, কংগ্রেস কিংবা অন্যান্য শাসক দল সকলেই বোঝাতে চায় তথাকথিত আর্থিক সংস্কার, বেসরকারিকরণ, বিলগ্নীকরণ মানেই নাকি উন্নয়ন। এই উন্নয়ন কার? জনগণের না একচেটিয়া মালিকদের? উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে যায় দেশের সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্দশা আর একচেটিয়া মালিকদের আকাশছোঁয়া সম্পদবৃদ্ধি দেখলেই।

যখন সরকারি অবহেলা, অব্যবস্থা আর অপদার্থতার কারণে করোনা মহামারি কেড়েছে সাড়ে ৫ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের প্রাণ। বিনা চিকিৎসায় মৃত শত শত মানুষের লাশ ভেসেছে গঙ্গায়। ঠিক সেই সময় সরকারের মালিক তোষণকারী নীতিতে ১৪২ জন ধনকুবেরের সিন্দুকে সম্পদ উপচে পড়েছে, আর ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ভারতবাসী নতুন করে তলিয়ে গেছে দারিদ্র সীমার নীচে। মাত্র ৯৮ জন ধনকুবের যত সম্পদ লুটেছে, তা সাড়ে ৫৫ কোটি ভারতবাসীর মোট সম্পদের সমান।

সাধারণ মানুষের প্রাপ্তি হল সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি। তেল, গ্যাস, কেরোসিন, বিদ্যুতের দাম বাড়তে বাড়তে সাধারণের নাগালের বাইরে। তেল-গ্যাসে ভর্তুকি বন্ধ। এদিকে কৃষিক্ষেত্রকে দেশি বিদেশি একচেটিয়া মালিকদের হাতে পুরোপুরি তুলে দেওয়ার অভিসন্ধি নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকার এনেছিল তিনটি নতুন কৃষি আইন। কৃষকদের দৃঢ় প্রতিরোধে সরকার তা বাতিল করতে বাধ্য হলেও, ঘুরপথে তারা এই মতলব হাসিলের চেষ্টাই চালাচ্ছে।

অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ সচেতন হতে পারে, শাসকের কৌশলকে ধরতে পারে এবং রুখে দাঁড়াতে পারে যে হাতিয়ার নিয়ে, তার নাম শিক্ষা। তাই সব সরকারই শিক্ষা ক্ষেত্রে আঘাত হানে। সরকারের ইচ্ছা দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শিক্ষার বালাই যেন না থাকে। শিক্ষার নামে তারা চায় কাজ চালানোর মতো একদল অর্ধশিক্ষিত কর্মীবাহিনী এবং প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ কিছু টেকনোক্র্যাট ও ম্যানেজমেন্টে দক্ষ আমলা তৈরি করতে। এই লক্ষ্য থেকেই বিজেপি সরকার এনেছে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০। যা চালু হলে শিক্ষা পুরোপুরি হবে বেচাকেনার সামগ্রী। এর সাথে শিক্ষায় ঢোকানো হচ্ছে ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা। এগুলোই নাকি ভারতীয় ঐতিহ্য! কল্পিত কাহিনী, রূপককে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'ভারতীয় বিজ্ঞান' বলে। চিকিৎসাশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে আঘাত করে সেখানেও তোলা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদের জিগির। কেন্দ্র, রাজ্য সব সরকারই ডিজিটাল শিক্ষাকেই প্রধান করার ধুয়ো তুলে গরিব ঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা থেকে ছেঁটে ফেলছে। শুধু তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে তারা চাইছে শিক্ষক-ছাত্র আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা প্রকৃত শিক্ষার সুযোগকেই মেরে দিয়ে শিক্ষাকে যান্ত্রিক তথ্যে পরিণত করতে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি অফিসে কিংবা স্কুলে নিয়োগ প্রায় বন্ধ। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সহ সরকারের সব দপ্তরে লক্ষাধিক স্থায়ী পদ খালি। অথচ বেশিরভাগ কাজ চলছে কন্ট্রাকচুয়াল কর্মী দিয়ে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, হাইকোর্টে এসএসসি চেয়ারম্যানকে ভর্ৎসনা শুনতে হয়, বহু শিক্ষকের নিয়োগও আদালত বাতিল করে দেয়। পূর্বসূরি কংগ্রেস, সিপিএমকে অনুসরণ করে তৃণমূল সরকার দুর্নীতি, তোলাবাজি, স্বজনপোষণ, দলবাজি, প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করার কাজ নগ্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। নারী নির্যাতন দিন দিন বাড়ছে। মদ্যপদের অত্যাচার পাড়ায় পাড়ায় লাগামছাড়া, মদ্যপ গাড়ি চালকদের জন্য রোজ পথচারীর প্রাণ যাচ্ছে। অথচ মদের প্রসারে রাজ্য সরকার কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা একেবারে 'দুয়ারে মদ' নিয়ে হাজির! এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন রাজ্যের ছাত্র-যুব-মহিলারা।

তৃণমূল সরকার সিপিএমের কায়দাতেই বীরভূমের ডেউচা-পাঁচামিতে পুনর্বাসন ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আগেই চোখ রাঙিয়ে জমি দখলে উদ্যত। কয়লার দাম সহ বিদ্যুৎ উৎপাদনে নানা পর্যায়ে খরচ কমায় বিদ্যুতের দাম এখনই কমে অর্ধেক হওয়া উচিত। কিন্তু বিদ্যুৎ কোম্পানির বিপুল লাভের স্বার্থে সরকার সে দাবিতে কান দিচ্ছে না।

রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে ২৮৩টি ওষুধ ছাঁটাই হয়েছে। সরকার স্বাস্থ্যসাথীর নামে একদিকে চিকিৎসাকে বিমা নির্ভর করে দিয়ে নিজের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। অন্যদিকে পিপিপি মডেলে সরকারি হাসপাতালেই বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবসার সুযোগ করে দিচ্ছে। করোনাকে অজুহাত করে স্কুল দীর্ঘদিন বন্ধ রেখে রাজ্য সরকার ডিজিটাল শিক্ষার কোম্পানিগুলিকে বিপুল মুনাফার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন তারা সরকারি স্কুলগুলিকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিতে চাইছে। যে পরিকল্পনা ফাঁস হতেই প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে এসইউসিআই(সি)।

আশাকর্মী, পৌরস্বাস্থ্যকর্মী, আইসিডিএসকর্মী, মোটরভ্যান চালক, শিক্ষক, ছাত্র, যুব, মহিলা, চাকুরিজীবী এবং শ্রমিক, কৃষক সহ সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের যন্ত্রণা আজ যে জায়গায় পৌঁছেছে তাঁরা সকলেই চাইছেন প্রতিবাদ হোক। এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়ে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলছে এসইউসিআই(সি)।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে কখনও সে আন্দোলন রাস্তার অবরোধে, বিশাল বিক্ষোভ মিছিলে ফেটে পড়ে। কখনও তা পাড়ায়, কর্মক্ষেত্রে বিশেষ দাবি নিয়ে গণকমিটিগুলিকে সংগঠিত করতে করতে শক্তি অর্জন করে মানুষের আন্দোলন হিসাবে। যার খবর কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম সহজে দেয় না। কিন্তু আন্দোলন চলতেই থাকে। ভোটের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে কিছু হইচই করে প্রচার পাওয়া নয়, সঠিক রাজনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত দীর্ঘস্থায়ী সুসংগঠিত এ আন্দোলনের লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত শোষণের শৃঙ্খল উচ্ছেদের পথে জনগণকে সংগঠিত করা।

২২ মার্চ লাগাতার গণআন্দোলনের একটা পর্যায় সূচিত করতে চলেছে। গ্রাম, শহর, গঞ্জ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সর্বত্র আন্দোলনের কমিটি গড়ে তোলার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন মানুষ।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার স্বরূপনগর লোকাল কমিটির সংগঠক কমরেড বিশ্বনাথ সরকার ২৩ ফেব্রুয়ারি ৫৮ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দলীয় কর্মকাণ্ডে তিনি আবেগের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। প্রাণবন্ত ছিলেন খুবই। তিনি শুধুমাত্র নিজ সেল এলাকা কৈজুড়ি-নবাতকাটি এলাকায় নয়, গোটা স্বরূপনগরে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বরূপনগর পার্টি অফিস, সেন্টার কী করে চলবে, দলের শক্তি কী ভাবে বাড়বে, এসবই ছিল তাঁর দৈনন্দিন চিন্তা। বিগত ৩০ বছর ধরে তাঁর বাড়িই ছিল সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে দলীয় কাজকর্ম পরিচালনার প্রাণকেন্দ্র, নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। তাঁর অকাল প্রয়াণে দল হারালো একজন পার্টি অন্তঃপ্রাণ কমরেডকে, এলাকার গরিব চাষি-মজুর সহ খেটে খাওয়া মানুষ হারালো তাদের আপনজনকে।

কমরেড বিশ্বনাথ সরকার লাল সেলাম

গণপ্রতিরোধের আহ্বান

একের পাতার পর

যে সমস্ত কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসেরই বিজয়ী কাউন্সিলর রয়েছে, সেখানেও কোনও ভরসা না করেই সাধারণ ভোটারদের বিতাড়িত করে অবাধে ভোট লুঠপাট করেছে তাদের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

নির্বাচনের নামে এই গুন্ডামি এবং গাজোয়ারি বিগত দিনগুলির মত এই পৌর নির্বাচনকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রহসনে পরিণত করেছে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের এই ভূমিকার প্রতি তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শাসক দল, পুলিশ, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের নির্লজ্জ যোগসাজশের নিন্দা করছি। সাথে সাথে জনসাধারণের 'গণ-প্রতিরোধ আন্দোলন' গড়ে তোলার দ্বারা সরকারি দলগুলির এই ন্যক্কারজনক ভূমিকাকে পরাস্ত করতে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আবেদন করছি।

মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে উন্নত পরিষেবার দাবি চিকিৎসকদের

২২ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের ৯ দফা দাবিতে হাসপাতালের এম এস ভি পি-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, পার্শ্ববর্তী জেলা সহ মুর্শিদাবাদ জেলার বহু মানুষ সুপার-স্পেশালিটি পরিষেবা অর্থাৎ কার্ডিওলজি-নিউরোসার্জারি-নিউরোলজি-নেফ্রোলজি বিভাগ মেডিকেল কলেজে না থাকায় চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না, অনেকে মারাও যাচ্ছেন। ফলে জরুরিকালীন তৎপরতায় সমস্ত বিভাগ চালু করা, সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বাধ্যতামূলক ঘোষণা না করা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, সমস্ত ওষুধ হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা, রাতে হাসপাতালে ইনভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। নেতৃত্ব দেন ডাঃ রবিউল আলম সহ ডাঃ এম এস সবুর ও সুজিত মণ্ডল।

বেলদায় ভলিবল প্রতিযোগিতা

এআইডিওয়াইও বেলদা লোকাল কমিটির উদ্যোগে ২০ ফেব্রুয়ারি রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের সার্ধ দ্বিশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বেলদার দেউলীতে আটটি টিমের নৈশকালীন ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চ্যাম্পিয়ন হয় দেউলী যুব তীর্থ ক্লাব, রানার্স হয় সায়নী একাদশ বাসুটিয়া। খেলা শুরুর পূর্বে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উপস্থিত ছিলেন যুব সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জী, ডাঃ যোগেন বেরা, প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর তেওয়ারি, ডঃ সৌমেন বাগ, বিশ্বজিত পাহাড়ী, দেবাশিস জানা, ভবসিন্ধু বেরা, অখিলবন্ধু মহাপাত্র, স্বপন ঘোষ, মৃগাঙ্ক মৌলি মহাপাত্র, পরেশ বেরা, সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুশান্ত পাণিগ্রাহী প্রমুখ।

এই বুঝি সত্য ফাঁস!
ত্রাসে বিজেপি সরকার

স্বৈরাচারের আর এক নাম যে বর্তমান বিজেপি শাসন তার সাম্প্রতিকতম পদক্ষেপ হল সরকারি অফিসে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত নতুন আইন। এ বছর ৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত নয়া 'মিডিয়া অ্যাক্রেডিটেশন গাইডলাইন' এর মাধ্যমে কার্যত সরকারের পেটোয়া সাংবাদিক ছাড়া আর কোনও সাংবাদিক যাতে সরকারি অফিসে ঢুকতেই না পারেন সেই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার।

সরকারি বেসরকারি সমস্ত অফিস সহ আদালতে খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য সাংবাদিকদের অবাধ যাতায়াতের অধিকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাংবাদিকরা সরকারের বিভিন্ন নতুন আইন কানুন, সরকারি কর্তাব্যক্তিদের ভাবনাচিন্তা, পরিকল্পনা প্রভৃতি সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করে, তার ব্যাখ্যা এবং জনজীবনে প্রত্যাশিত প্রভাব এসব সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে আলোচনা করে জনসাধারণকে সচেতন করবেন এটাই প্রত্যাশিত। বুর্জোয়া ব্যবস্থা বিকাশের যুগে যখন গণতন্ত্র কিছুটা হলেও ফর দি পিপল, অফ দি পিপল, বাই দি পিপল ছিল—সে সময় সংবাদমাধ্যমকে বর্জোয়া গণতন্ত্রই আখ্যা দিয়েছিল রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। যাদের কাজ সরকার এবং রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অন্যায়কে জনসমক্ষে তুলে ধরা। কিন্তু বর্তমান বুর্জোয়া শাসকরা এ পরিসর দিতে নারাজ। বুর্জোয়া শাসকরা পুঁজিপতিদের শোষণ, লুঠ এবং নিজেদের শাসন ও আরাম আয়েসের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করার যেসব গোপন ফন্দিফিকির ঠাণ্ডা ঘরে বসে আঁটে। সাংবাদিকরা বিভিন্ন আধিকারিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তার আঁচ পেয়ে বহুক্ষেত্রেই তা সংবাদমাধ্যমে আগাম ফাঁস করে দেন এবং গণপ্রতিবাদের চাপে সে সব পরিকল্পনা অনেক সময় ভেস্তে যায়। এর চমৎকার উদাহরণ হল, একদম হালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল বেসরকারিকরণ করে আদানি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার গোপন পরিকল্পনা সংবাদপত্রে ফাঁস হওয়া এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আন্দোলনের ফলে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে সরকারের ঢোক গেলা।

কিন্তু বিজেপি সরকার আরও বেপরোয়া। তারা এটুকুও বরদাস্ত করতে নারাজ। সরকারি নীতির সমালোচনা করতে পারেন বা সরকারের গোপন জনবিরোধী পরিকল্পনা ফাঁস করে দিতে পারেন এরকম সাংবাদিকরা যাতে সরকারি অফিসে ঢুকতেই না পারেন তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস ইনফরমেশন বুরো সাংবাদিকদের 'অ্যাক্রেডিটেশন' বা 'অনুমোদিত সাংবাদিক' ছাপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। অনুমোদন দেওয়ার ভার থাকবে একটি কমিটির ওপর যা শুধুমাত্র সরকারি আমলাদের নিয়ে গঠিত হবে। তারা যদি মনে করেন যে, কোনও সাংবাদিক এমন সংবাদ পরিবেশন করছেন যা 'ভারতের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনজীবনের শৃঙ্খলার পক্ষে হানিকর, সৌজন্য ও নৈতিকতার পরিপন্থী, আদালতের অবমাননা বা অপরাধে উস্কানি দেওয়ার সমতুল্য' তা হলে সেই সাংবাদিকের অনুমোদন বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ তিনি আর সরকারি মহল থেকে কোনও খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারবেন না। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসেই মোদি সরকার 'ভুয়ো খবর' বা ফেক নিউজ নিয়ন্ত্রণ করার নামে অনলাইন মিডিয়াকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করার কথা ঘোষণা করেছিল। এর জন্য তারা একটা কমিটি গঠনও করেছিল। মন্ত্রকের সচিবদের নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কোনও প্রতিনিধিকে তাতে রাখা হয়নি। সাংবাদিক মহলের সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে পড়ে সরকার তখনকার মতো এই আইন প্রণয়ন স্থগিত রাখে, কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা যে তথ্যপ্রযুক্তি (অন্তর্বর্তী গাইডলাইন এবং ডিজিটাল মিডিয়া নৈতিকতা) বিধি, ২০২১ তৈরি করেছে তারও মূল উদ্দেশ্য কিন্তু সেই একই, অর্থাৎ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ। ইতিমধ্যেই অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং মন্ত্রকের অধীন অফিসে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি কোভিড প্রোটোকলের অজুহাতে সংসদ ভবনেও সাংবাদিকদের প্রবেশ প্রায় বন্ধ। কোভিড নিয়ন্ত্রণ বিধি শিথিল হওয়ার পরেও সাংবাদিকমহলের বারংবার আবেদন সত্ত্বেও সংসদে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়নি। মোদি সরকারের এই গণতন্ত্র হত্যাকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সাংবাদিকরা সোচ্চার হলেও মিডিয়া মালিকরা কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে রাজি নন, কেন না বর্তমানে নামীদামী মিডিয়া হাউস সবই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের টাকায় তাদের তত্ত্বাবধানেই চলে। সরকারটাও চালায় তারাই। দেশি বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির লুঠের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠকে মোদি সরকার গলা টিপে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট নাৎসি শাসন প্রতিষ্ঠার সময় হিটলারও প্রথমেই স্বাধীনচেতা সংবাদমাধ্যমকে বন্ধ করে দিয়েছিল এবং অসংখ্য সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীকে হত্যা, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল। মোদি সরকার আজকের ভারতে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করতে চলেছে। সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সম্মিলিত সক্রিয় প্রতিবাদই একমাত্র এই ফ্যাসিবাদি আক্রমণকে রুখে দিতে পারে।

> **"সরকারি নীতির সমালোচনা করতে পারেন বা সরকারের গোপন জনবিরোধী পরিকল্পনা ফাঁস করে দিতে পারেন এরকম সাংবাদিকরা যাতে সরকারি অফিসে ঢুকতেই না পারেন তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস ইনফরমেশন বুরো সাংবাদিকদের 'অ্যাক্রেডিটেশন' বা 'অনুমোদিত সাংবাদিক' ছাপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন।**

সব শাসকই চায় অনুগত সংবাদমাধ্যম

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রাজ্যের শিল্প বৈঠকের মঞ্চ থেকে সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বলেছেন, যারা সরকারের ইতিবাচক দিক তুলে ধরবে, তাঁর সরকার সেই সংবাদমাধ্যমকেই সাপোর্ট দেবে। বলেছেন, অন্য রাজ্যের সংবাদমাধ্যম সেই রাজ্যের পজিটিভ দিক তুলে ধরে। কিন্তু বাংলার সংবাদমাধ্যম শুধু নেগেটিভ প্রচার করে। বলেছেন, যাদের এত সাপোর্ট দিই, দু-একজন ছাড়া তারা একটা পজিটিভ কথা বলে না। বলেছেন, এখানে ব্যবসা করবেন, আবার এখানকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, দুটো একসঙ্গে হতে পারে না।

সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী, সমাজের আয়না হিসাবে তার কাজ করার কথা। একটি সমাজ কতটা গণতান্ত্রিক তা তার সংবাদমাধ্যম কতটা স্বাধীন তা দিয়েই বোঝা যায়। যে দেশে গণতন্ত্র যত শক্তিশালী সে দেশের সংবাদমাধ্যম তত স্বাধীন। সরকারের স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতা কিংবা নীতিপঙ্গুত্ব, নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতি, কর্পোরেটের দুর্নীতি সব কিছুকে জনসমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসেবে কোনও সরকার যখন জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে কেড়ে নিতে চায়, মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, তার বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিবাদ দমন করে তখন সংবাদমাধ্যম সরকারের, প্রশাসনের সেই সব কুকর্মকে জনগণের সামনে তুলে ধরে, যা আসলে সরকারকেও সচেতন করে, সাবধান করে। সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের মধ্যে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট থাকলে এতে তাঁরা সচেতন হন। আর যদি তা না থাকে তবে সংবাদমাধ্যমের উপর খড়্গহস্ত হন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট তিনি চান দলদাস সংবাদমাধ্যম। সংবাদমাধ্যমের কাজ কোনও সরকারের পক্ষে ড্রাম বাজানো নয়, সরকারের খামতির দিকগুলিকে সামনে নিয়ে আসাই তার প্রধান কাজ হওয়া উচিত। তা ছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী যাকে ইতিবাচক দিক বলে প্রচার করতে চান, সংবাদমাধ্যম তাকে ইতিবাচক দিক না-ও মনে করতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী ইতিবাচক-নেতিবাচক সংবাদের কথা বলেছেন। বলেননি যে, সংবাদমাধ্যম তাঁদের সরকার সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করছে। সংবাদ যদি মিথ্যা না হয়, তবে তাতে রাগ করার কিছু থাকে কি? একটি সরকার গণতান্ত্রিক হলে তো তার নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরার জন্য সংবাদমাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রীর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত এবং দ্রুত সংশোধনের উদ্যোগ নিয়ে সেগুলিকে ইতিবাচক দিকে পরিণত করার চেষ্টা করা উচিত। পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী সমালোচক সংবাদমাধ্যমকে 'সাপোর্ট' না দেওয়ার হুমকি দিলেন।

সংবাদমাধ্যমকে সরকারের সাপোর্ট দেওয়া মানে কি? মানে হল, অপছন্দের সংবাদমাধ্যমে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করা। অর্থাৎ যাকে বলে ভাতে মারা। সেটাও তো গণতন্ত্রের লঙ্ঘনই। সংবাদমাধ্যমকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অবশ্যই সরকারি নির্দিষ্ট নীতি থাকে। সেই নীতি মেনেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা। সেই নীতি কি শাসক দলের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বদলে যেতে পারে? যদি যায় তবে তাকে গণতান্ত্রিক আচরণ বলে কি?

আর, 'এখানে ব্যবসা করবেন, আবার এখানকার আইনশৃঙ্খলা তুলে ধরবেন, দুটো একসঙ্গে হতে পারে না' বলে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তা তো একেবারেই কোনও নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর মুখে মানায় না। কোনও রাজ্যে কোনও সংবাদমাধ্যমের ব্যবসা করার এটা শর্ত হতে পারে না যে, তার বিনিময়ে সেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতির বিষয়ে তাকে নীরব থাকতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই এই বক্তব্যকেও গণতান্ত্রিক বলা যায় না। এটি পুরোপুরি কোনও একটি রাজ্যকে সেই সরকারের বা সরকার-প্রধানের খাস তালুক ভেবে নেওয়ার মনোভাব। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে সেই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক বলেন। সঠিক ভাবেই বলেন। কিন্তু কোনও আচরণ অপরে করলে দোষ, আর নিজে করলে তাতে কোনও দোষ হয় না, এমন তো হতে পারে না। সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সাংবাদিকদের সরকারি স্বীকৃতির কতগুলি নিয়ম ঘোষণা করেছে। কোনও সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিকের লেখা বা বিবরণকে দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, সংহতি কিংবা অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের পক্ষে ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক মনে হলে সরকার সংবাদমাধ্যমের বা নির্দিষ্ট সাংবাদিকের সরকারি স্বীকৃতি বাতিল করবে। অর্থাৎ সরকার যে সংবাদমাধ্যমকে বা সাংবাদিককে অপছন্দের মনে করবে তার বিরুদ্ধেই এমন অভিযোগ আনতে পারবে। সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের যে আচরণ ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তা সে হাথরস নিয়ে খবর করতে যাওয়া কেরলের কাপ্পান হোন বা কাশ্মীর জুড়ে সংবাদমাধ্যমের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা বা সাংবাদিকদের হেনস্থা হোক, তাতে সরকার যে স্বাধীন সংবাদমাধ্যম নয়, কর্তাভজা অনুগত সংবাদমাধ্যমই চায়, তা স্পষ্ট। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি দিল্লির পথেই নিজেকে চালিত করতে চাইছেন?

অবশ্য স্বাধীন মত প্রকাশের বিরুদ্ধে শাসকদের খড়্গহস্ত হওয়া কোনও নতুন বিষয় নয়। ব্রিটিশ শাসনে সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের বিরুদ্ধে বারবার সরকারি দমন-পীড়ন নেমে এসেছে। ব্রিটিশ বিরোধী লেখার জন্য সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সম্পাদককে জরিমানা করা হয়েছে, জেলে ভরা হয়েছে। এই কাজকে আইনসঙ্গত করতে নিত্য-নতুন অর্ডিন্যান্স আনা হয়েছে। স্বাধীন ভারতেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনে সংবাদমাধ্যমের উপর দমন-পীড়ন, সাংবাদিকদের জেলে ভরার ঘটনা শাসকের আচরণের নজির হয়ে আছে।

আজ যখন শাসক দলগুলির নেতাদের নীতিহীনতা, দুর্নীতি অতীতের সব নজিরকে ছাড়িয়ে গেছে তখন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীন ভূমিকা আরও

সাতের পাতায় দেখুন

শান্তির রক্ষক আজ যুদ্ধের কারিগর

একের পাতার পর

স্বাধীনতা-গণতন্ত্র নেই জিগির তুলে সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়া সংশোধনবাদী ষড়যন্ত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে 'মুক্তি'র আনন্দে অনেকে উদ্বাহু হয়েছিলেন। সাবেক সোভিয়েতের অঙ্গরাজ্যগুলিতে পুঁজিবাদের পুনরভ্যুত্থানের পরিণামে সেদিনের সমৃদ্ধ ইউক্রেন আজ চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকট, বেকার সমস্যা, ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি, ভাষা-গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির টানাপোড়েনে যুদ্ধবিধ্বস্ত।

আসামের ধুবরিতে বিক্ষোভ মিছিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শিরোমণি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়াও ইউরোপের আরও আটটি দেশ সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যোগ দেওয়ায় ইউরোপে কমিউনিজমের বিস্তার আটকাবার জিগির তুলে আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে নিয়ে ন্যাটো (নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন) যুদ্ধজোট তৈরি করে। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলিতে সোভিয়েতের দিকে তাক করে ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রসহ সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভাঙনের সময় থেকে এ যাবত সোভিয়েত ইউনিয়নকে টুকরো টুকরো করে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে দুর্বল করার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা। সেই সময় অর্থাৎ ১৯৯১ সালের ভাঙনের মধ্য দিয়েই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে ইউক্রেনের জন্ম। এই পর্যায়ে আমেরিকা, যাতে এই সব দেশগুলিতে কোনও মতেই সমাজতন্ত্রের পুনরুত্থান না ঘটে তার জন্য রুশবিরোধী উপজাতীয় মানসিকতা এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে জাতিদাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার কাজটিও চালাতে থাকে। লক্ষণীয়, এই সময়ে যুগোস্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিও জাতিগত বিরোধে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বোঝা যায়, সমাজতন্ত্রের সময়েও সাম্যবাদী আদর্শের চর্চায় যথেষ্ট ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে এই সব দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ইউরোপে এই পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান নয়া নাৎসীবাদের প্রভাবও পড়তে থাকে।

সমাজতন্ত্র ধ্বংস হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ নিয়েছে

সমাজতন্ত্রের পতনের পর থেকেই পশ্চিমী পুঁজিবাদী সংবাদমাধ্যম 'সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের দিন শেষ' 'বর্তমান বিশ্ব একমেরু বিশ্ব', 'এই বিশ্বে আমেরিকার ধারেকাছে কেউ নেই' এই হাওয়া তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা বিশ্বের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় বিশ্বায়ন এবং নিও-লিবারাল খোলা বাজার অর্থনীতি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, সমাজতন্ত্রের পতন ও খোলা বাজার অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাজার এবং পশ্চিমী দেশগুলির বাজার আমেরিকার জন্য খুলে দিলেও তাতে আমেরিকার অর্থনৈতিক সংকট কাটেনি। বরং খোলা বাজার অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে বর্তমানে বৃহৎ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শক্তি চীন এবং পুঁজিবাদী রাশিয়া তাদের পুরানো শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিতটাকে ব্যবহার করে আমেরিকার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বাজার দখলের লড়াইয়ে নামে। আবার ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানি পুঁজিবাদী পথ নিয়ে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অতি শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। জার্মানি ফ্রান্সের সঙ্গে জোট বেঁধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থনৈতিক জোট গঠন করে ইউরোপে আমেরিকান পুঁজির আধিপত্য অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় আমেরিকা ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপর নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

ইউক্রেনে আমেরিকা-রাশিয়ার বাণিজ্য যুদ্ধ

'৯১ সালে প্রতিবিপ্লবের পর পুঁজিবাদী রাশিয়া ভেঙে যাওয়া সোভিয়েতের অঙ্গরাজ্যগুলিকে যুক্ত করে একদিকে রাশিয়ান ফেডারেশন এবং অন্য দিকে কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস (সিআইএস) গঠন করে এই রাজ্যগুলির উপর তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করছিল। এর বিরুদ্ধে আমেরিকা এই প্রাক্তন সোভিয়েত অঙ্গরাজ্যগুলিতে তার গুপ্তচর বাহিনী সিআইএ-কে হাতিয়ার করে রাশিয়ার আধিপত্য কমিয়ে আমেরিকার প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক স্বার্থই নয়, আমেরিকার প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক স্বার্থও যুক্ত হয়েছিল। বর্তমান অর্থনীতিতে জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববাজারে জ্বালানি গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে আমেরিকা সম্প্রতি রাশিয়াকে পিছনে ফেলে এক নম্বরে উঠে এসেছে। কিন্তু আমেরিকার গ্যাসের উৎপাদন এবং পরিবহন খরচ অনেক বেশি। জার্মানি সহ পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশে তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের বাজার তুলনামূলকভাবে সস্তা রাশিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের উপর প্রধানত নির্ভরশীল ছিল। এ ক্ষেত্রে জার্মানির আমেরিকাকে ইউরোপের বাজারে ঢুকতে না দেওয়ার মানসিকতাও যুক্ত হয়েছিল। নর্ডস্ট্রিম ১ নামক গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের মাধ্যমে রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে যাওয়া পাইপলাইনের সাহায্যে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে গ্যাস সরবরাহ করত। কিছুদিন ধরে নর্ডস্ট্রিম ২ প্রকল্প নিয়ে কাজ চলছিল। আমেরিকা তার জ্বালানি গ্যাস উৎপাদক সংস্থাগুলির স্বার্থে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গ্যাসের বাজারে নানা কৌশলে ঢুকতে চেষ্টা করছে। সে-ক্ষেত্রে রাশিয়ার ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ লাইন ছিন্ন করা আমেরিকার অন্যতম লক্ষ্য। ইউক্রেনকে ন্যাটোর সাথে যুক্ত করার পিছনে আমেরিকার যে সমস্ত অর্থনৈতিক স্বার্থ কাজ করছে, এটা তার অন্যতম। এ ছাড়া ইউক্রেনের ভৌগলিক অবস্থান CIS রাষ্ট্রগুলির উপর রাশিয়ার সামরিক আধিপত্য খর্ব করা এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপর আমেরিকার সামরিক-রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমেরিকা ইউক্রেনের রুশবিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে উস্কানি দিয়ে ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্য করার জন্য ইউক্রেনীয় রাজনীতিবিদদের উপর চাপ বাড়াতে থাকে। আবার জার্মানিতে যে নিও নাৎসীবাদ প্রবল শক্তিশালী রূপ নিচ্ছে তার প্রভাবে একদল ইউক্রেনকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলতে থাকে। বিশেষত সমাজতন্ত্র ভেঙে যাওয়ার পরে অধিকাংশ পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তীব্র বেকার সমস্যা এবং অর্থনৈতিক সংকটে

কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে প্রতিবাদ মিছিল

জর্জরিত হয়ে যাওয়ায় এইসব দেশের বেকার যুবকরা দলে দলে কাজের সন্ধানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের মধ্য থেকেই এই দাবি বেশি করে উঠতে থাকে। যার ফলে একবিংশ শতকের প্রথম দশকেই বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির টানাপোড়েনকে ভিত্তি করে ইউক্রেনে রাজনৈতিক সমীকরণ প্রভাবিত হতে থাকে।

বাণিজ্যযুদ্ধের পরিণতিতে তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েন

একুশ শতকের প্রথম দশকের গোড়ার দিকেই ইউক্রেনের ন্যাটোপন্থী নেতারা ইউক্রেনকে ন্যাটোর সঙ্গে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি তুলতে থাকেন এবং ২০০৩ সালে এই মর্মে ইউক্রেনীয় পার্লামেন্টে প্রস্তাব আনা হয়। তৎকালীন রাশিয়াপন্থী প্রধানমন্ত্রী ইয়ানুকোভিচ ২০০৩ সালের ২১ নভেম্বর এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। এরপরে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ এবং অন্যান্য জায়গায় অভ্যন্তরীণ বিষয়ে রুশ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে সংযুক্তির পক্ষে গণবিক্ষোভ সংগঠিত হয়, স্পষ্টতই যেগুলিতে আমেরিকার মদত ছিল। ২০০৪ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময় ইয়ানুকোভিচের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাকে অপসারিত করা হয়। ইয়ানুকোভিচের প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকাপন্থী ইউশেচেঙ্কোর দল ক্ষমতায় আসে এবং রাশিয়ার সাথে গ্যাস ও অন্যান্য বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিল করে ইউক্রেনকে ন্যাটোর সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়া জোরকদমে চলতে থাকে। রাশিয়া এই অবস্থায় তার সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্যিক স্বার্থ, বিশেষত গ্যাস সরবরাহ প্রক্রিয়া টিকিয়ে রাখার স্বার্থে একই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে ইউক্রেনের বিভিন্ন অংশে বিশেষত ক্রিমিয়া, সেবাস্তোপোল, পূর্ব ইউক্রেনের বিভিন্ন এলাকায় যে বিরাট সংখ্যক রুশ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আছে তাদের মধ্যে

ছয়ের পাতায় দেখুন

এআইএআইএফ-এর নিন্দা

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম (এআইএআইএফ) ২৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে সার্বভৌম রাষ্ট্র ইউক্রেনের উপর রুশ আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করেছে।

সংগঠনের সহসভাপতি মানিক মুখার্জীর স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এ সংক্রান্ত সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরসন করতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে গঠিত পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙে পড়ার পর থেকেই আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শিবির 'ন্যাটো' যুদ্ধজোটকে কাজে লাগিয়ে সমস্ত পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে এই জোটের অংশে পরিণত করে নিজের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কৌশলগত অবস্থানের দিক দিয়ে ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় এ ক্ষেত্রে ইউক্রেন বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দিকে পুঁজিবাদী রাশিয়া ইউক্রেনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট।

ফলে সাম্প্রতিক এই দ্বন্দ্বের উৎস নিহিত রয়েছে রুশ সাম্রাজ্যবাদ ও আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে। অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক দারিদ্র, বেকারি, ছাঁটাই এবং তার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই জনতার আন্দোলনের বিস্ফোরণ— এ সবের মুখোমুখি হয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ-উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলে এবং উগ্র জাতিদম্ভে উস্কানি দিয়ে বাঁচার রাস্তা খুঁজছে। জনগণের কাছে আবেদন, সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ-ব্যবসার স্বরূপ অনুধাবন করুন এবং রুশ সামরিক আক্রমণ ও ন্যাটোর যুদ্ধ-উস্কানি বন্ধের দাবি তুলুন। ইউক্রেনের জনগণের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তারা নিজেরাই নির্ধারণ করবে। এতে কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

বজরং দলের আক্রমণ
বিক্ষোভ শিলচরে

ট্রাঙ্ক রোডে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাক্তন শিক্ষকের গাড়িতে বজরং দলের আক্রমণের ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শিলচরে ২৪ ফেব্রুয়ারি কাছাড়ের জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে এস ইউ সি আই (সি) সহ বামদলগুলি বিক্ষোভ দেখায়।

বিক্ষোভ স্থলে বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই (সি)-র কাছাড় জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, পরিকল্পিতভাবে উগ্র-সাম্প্রদায়িক সংগঠন বজরং দল দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করেছে। শিলচর শহরে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হামলা চালানোর এ ধরনের ঘটনা প্রথম নয়। পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় অতীতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির ঘৃণ্য চক্রান্তকে বাস্তবায়িত করতে কিছুদিন পর পর এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে তিনি সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর মোকাবিলা করতে জনগণের কাছে আহ্বান জানান। বিক্ষোভ শেষে এক প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত জেলাশাসকের সাথে দেখা করে অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

এসএসসি-তে নিয়োগে দুর্নীতির প্রতিবাদ

এসএসসিতে নিয়োগে দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং এসএলএসটি-তে মেধা তালিকার ভিত্তিতে নিয়োগের দাবিতে ২২ ফেব্রুয়ারি আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ স্ট্রাগল কমিটির পক্ষ থেকে এসএসসি দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো ও চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ সভায় সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, গতকাল মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতে এসএলএসটি-তে শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করল। এই ঘটনা প্রমাণ করল যে এসএলএসটি-তেও মেধা তালিকার ভিত্তিতে নিয়োগ হয়নি। এসএসসি গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি-র মতো এসএলএসটি-র ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। অবিলম্বে এই দুর্নীতিপূর্ণ তালিকা বাতিল করে আন্দোলন ও অনশনরত এস এল এস টি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে মেধা তালিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিয়োগ করতে হবে। অবিলম্বে সরকারের উচিত অনশন স্থলে গিয়ে সমস্যার সমাধান করা। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল এসএসসি চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন দেয়। জেলায় জেলায় বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়।

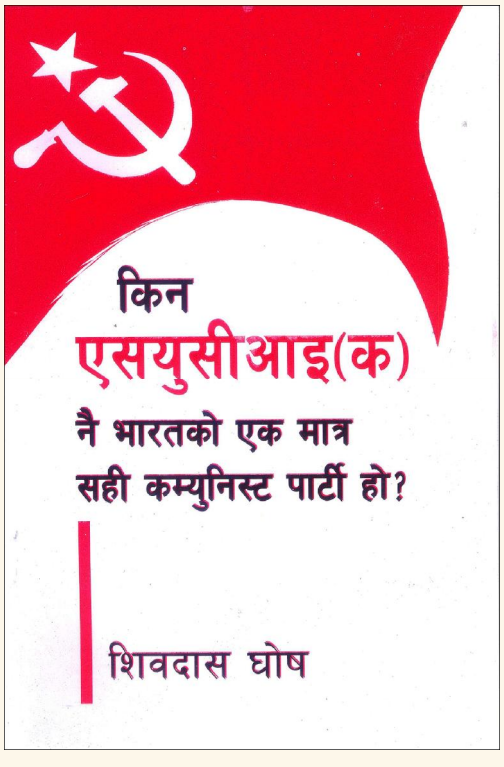

প্রকাশিত হল
নেপালি
ভাষায়
‘কেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল’

কর্ণাটকে খুন ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ছড়ানোর তীব্র নিন্দা

কর্ণাটকের শিবামোগায় সম্প্রতি নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন সংঘ পরিবারের এক কর্মী। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এসইউসিআই(সি) কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে উমা।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, এই হত্যার পর যেভাবে হিংসা ও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে তা গভীর উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, পুলিশের অপদার্থতা অর্থাৎ মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করার অনুমতি দেওয়ার ফলে এই ঘটনা ঘটল। সংবাদমাধ্যমের একাংশে প্রকাশিত, পুলিশ চাপের মধ্যে পড়েই অনুমতি দিয়েছে। কমরেড উমা বলেন, যদি তাই ঘটে থাকে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে সত্য উদঘাটিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপির নির্বাচিত প্রতিনিধি ও মন্ত্রীর উত্তেজক বক্তব্যও আগুনে ঘি ঢেলেছে। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

তিনি বলেন, খুন একটি মারাত্মক অপরাধ। আবার এই খুনকে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো, আগুন জ্বালানোও মারাত্মক অপরাধ। অপরাধীদের কোনও ধর্ম হয় না। যখন জনজীবনের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অত্যন্ত জরুরি, তখন সাম্প্রদায়িক বিভাজন আত্মহত্যার সমান। তিনি শান্তি এবং সম্প্রীতি রক্ষার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

দুয়ারে মদ প্রকল্প বাতিল সহ বারো দফা দাবিতে
জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

ই-পোর্টালের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ‘দুয়ারে মদ’ প্রকল্পের প্রতিবাদে, হাসপাতালে জীবনদায়ী ওষুধ কমানোর বিরুদ্ধে ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতা, হাওড়া, বীরভূম সহ নানা জেলায়। এসইউসিআই(সি) পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে তমলুকের মানিকতলা মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ এবং মহকুমা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কাঁথি, এগরা ও নন্দীগ্রামে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়।

হাওড়া

১২ দফা দাবিতে এই কর্মসূচি নিয়ে এগরায় মধুসূদন বেরা প্রমুখ। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, দুয়ারে মদ প্রকল্প বাতিল, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল, পিপিপি মডেল বাতিল প্রভৃতি দাবিতে ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে দলের নেতৃত্বে কলকাতায় ২২ মার্চের মিছিল সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

সিউড়ি, বীরভূম

মানিকতলায় মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে অবস্থানে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য দিলীপ মাইতি, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রণব মাইতি, প্রদীপ দাস, কাঁথিতে জীবন দাস,

চেতলা, কলকাতা

শান্তির রক্ষক আজ যুদ্ধের কারিগর

চারের পাতার পর

নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীকে আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক মদত জুগিয়ে 'স্বাধীনতা' বা স্বায়ত্বশাসনের দাবি তোলাতে থাকে। ২০১৪ সালে ন্যাটোপন্থীরা রাশিয়াপন্থী সরকারকে হঠাতে একটা ক্যু সংগঠিত করে। সাথে সাথে রাশিয়া গোপনে সৈন্য পাঠিয়ে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ এবং সেবাস্তোপোলকে গণভোট করিয়ে ইউক্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কয়েক দিন আগে পূর্ব ইউক্রেনের রুশভাষীবহুল ডনবাস এলাকায় রাশিয়ান মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি ইউক্রেনের নাৎসীপন্থী অপশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিন এইরকম দুটি অংশ ডনেৎস রিপাবলিক এবং লুগানস্ক রিপাবলিককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে দেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া পূর্ব ইউক্রেনে সেনা প্রবেশ করিয়ে এইসব এলাকাগুলি দখলে নেয়। বর্তমানে একদিকে যখন ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ এলাকায় রাশিয়ান ফৌজের বোমাবর্ষণ এবং ধ্বংসকাণ্ড চলছে সেইসময় জার্মানি সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলি রাশিয়া এবং রুশ মদতপুষ্ট ক্রিমিয়া এবং অন্যান্য অংশের বিরুদ্ধে নানা অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যক নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। পাশাপাশি আমেরিকা গণতন্ত্রের পক্ষে গলা ফাটিয়ে নানা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, রাষ্ট্রসংঘে রাশিয়াবিরোধী প্রস্তাব পাশ করানো ছাড়াও ইউক্রেনের পাশের কৃষ্ণসাগর এবং আজভ সাগর এলাকায় রণতরী পাঠিয়ে সামরিক চাপ বৃদ্ধি করছে।

যুদ্ধবিরোধী রুশ জনগণ শহরে শহরে বিক্ষোভে সামিল

বিশ্বের জনগণ অবশ্যই লক্ষ করেছে, পুটিনের রাশিয়া ইউক্রেনে বিধ্বংসী আক্রমণ চালানোর পর সেন্টপিটার্সবার্গ থেকে শুরু করে রাশিয়ার বহু শহরেই 'আমরা যুদ্ধ চাই না' স্লোগান দিয়ে দলে দলে মানুষ রাস্তায় নেমেছে। কে তাদের নামাল? মিছিল দেখে বোঝার উপায় নেই কোনও সংগঠিত শক্তি বা রাজনৈতিক দল এই মিছিলের সংগঠক কি না। তবে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি এবং উৎসাহ থেকে বোঝা যায় লেনিন-স্ট্যালিনের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার যে যুদ্ধবিরোধী ঐতিহ্য ও গৌরব ছিল, রুশ জনগণের মন-মানসিকতায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তার রেশ রয়ে গিয়েছে।

রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত এবং তার যুদ্ধবিরোধী শান্তির ভূমিকায় একদা মুগ্ধ যাঁরা এখনও কিছুতেই রাশিয়ার এই আগ্রাসী ভূমিকাকে বুঝতে পারছেন না, তাঁরা নানা যুক্তি তুলে পুটিনের রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণকে সমর্থন করার কথা বলছেন। এ কথা ঠিক, মিলিটারি শক্তিতে প্রবল পরাক্রমশালী রাশিয়াকে হীনবল করার পরিকল্পনা ও স্বার্থ আমেরিকা ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির যথেষ্ট আছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে কিন্তু রাশিয়ার সমরশক্তি ধ্বংস হয়ে যায়নি। আবার রাশিয়ার শিল্পকাঠামো যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরাট আকারে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল তা-ও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়নি। ফলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক ভূমিকা থাকবে ও তা আছে। ১৯৯১ সালে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেঙে যাওয়ার ফলে রাশিয়ার নব্য বুর্জোয়া শ্রেণি ভূখণ্ডের দিক থেকে তার পুনরুদ্ধার চায়। রাশিয়া যদি সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়ায় তা হলে ইউরোপ-এশিয়ার বুকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হয়ে দাঁড়াবে এটা আমেরিকা সহ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা বিলক্ষণ জানে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরপরই পৃথক এবং বৃহত্তম রাশিয়ান ফেডারেশনকে ঘিরে যে ১৪টি স্বাধীন রাষ্ট্র দাঁড়ালো, রাশিয়াকে ঘিরে ধরতে তাদের এক এক করে ন্যাটোর সদস্য করতে শুরু করল আমেরিকা। পুটিনের রাশিয়াও বুঝে গেল রাশিয়াকে ন্যাটো দিয়ে অবরুদ্ধ করে পদতলে রাখাটাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা। রাশিয়ার ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা এটা মানবে কেন? ফলে দ্বন্দ্ব শুরু হল। ইউক্রেনের যেহেতু রুশবিরোধী ভূমিকার একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির জার্মানির হিটলারকে সাহায্য করার ভূমিকা আছে, জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের নামে পুরনো ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্তরসূরিরা এখনও বহাল তবিয়তে আছে, তাই জর্জিয়াকে দিয়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা যা পারেনি তা ইউক্রেনকে দিয়ে সফল করতে পারবে বলে স্থির করল। বাস্তবেও একের পর এক ঘটনায় ইউক্রেনের শাসককুলের মধ্যে রাশিয়াবিরোধী শক্তির সমাবেশ বাড়তে লাগল। যে জন্য ২০১৪ সালে পুটিনের রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত ক্রাইমিয়াকে দখল করে নেয়। রুশ ভাষাভাষি জনগণের সংখ্যাধিক্য থাকায় আপাত অর্থে এটা যেন যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে যায়। এ ছিল আমেরিকার প্রতি পুটিনের রাশিয়ার কড়া প্রত্যুত্তর। মাত্র কিছুকাল আগে এক ঘোষণায় পুটিন বলেছিলেন, রাশিয়ার চার পাশে থাকা রাষ্ট্রগুলির মাধ্যমে ন্যাটো যদি রাশিয়ার ভিতর হাত বাড়ায় তা হলে রাশিয়া চুপ করে বসে

দিল্লির যন্তরমন্তরে অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ

থাকবে না। ফলে অনেকেরই মনে হতে পারে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা পুটিনের এই হুঁশিয়ারি শোনেনি, তাই পুটিন ইউক্রেন আক্রমণ করে তার জবাব দিয়েছেন।

এ কথা ভাবা ভুল, পুটিনের রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ শুধু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী পরিকল্পনার জবাব দিতেই। এর পেছনে রাশিয়ার নিজস্ব পুঁজিবাদী বাসনা, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও কাজ করেছে। পুটিনের রাশিয়ার একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ইউরোপের বাজার চায়। কৃষ্ণসাগরের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চায়। তুরস্ক হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত পুরো স্থলভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাশিয়া কব্জা করতে চায়। তেল গ্যাস ইত্যাদি নিয়ে রাশিয়ার অর্থনৈতিক স্বার্থ ও পুঁজিপতিদের মুনাফার জাল কম বিস্তৃত নয়। এ সব কিছুকে কেন্দ্র করেই মার্কিন-রুশ দ্বন্দ্ব আজ দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বন্দ্বের রূপে দেখা দিয়ে যুদ্ধের জন্ম দিল।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনই শান্তির গ্যারান্টি

মার্কস এঙ্গেলস লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙের অনুগামী এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ লেনিনীয় শিক্ষাকে ভিত্তি করে দেখিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে শক্তিশালী সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে চীন, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি অনেকগুলি দেশ সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যোগ দেওয়ায় সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ বাজার সংকটের জন্য যুদ্ধের বিপদ যেমন থেকে গেছে, তেমনই, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষে শক্তি প্রয়োগ করে লুণ্ঠনকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছিল। যতদিন বাস্তবে লেনিন-স্ট্যালিনের ধারাবাহিকতায় ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক শিবির জোটবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে, ততদিন সীমিত ক্ষেত্রে হলেও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তির রক্ষক হিসাবে আক্রান্ত দুর্বল দেশগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের শক্তি যুগিয়েছে। মহান নেতা স্ট্যালিন কখনওই আগ্রাসনের যুদ্ধ করেননি। তিনি সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য জনযুদ্ধ পরিচালনা করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছেন। সে সময়ের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষই মহান স্ট্যালিনকে মানবতার রক্ষাকর্তা হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু স্ট্যালিন পরবর্তী সংশোধনবাদী সোভিয়েত নেতৃত্ব ক্রমশ আমেরিকার পরমাণু যুদ্ধের হুমকির কাছে নতিস্বীকার করেছে। ফলে তাদের শান্তিরক্ষকের ভূমিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, তারা আমেরিকার মতোই ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে বা গায়ের জোরে প্রভাবাধীন অঞ্চল সৃষ্টির দিকে এগিয়েছে। কিন্তু ১৯৯১ সালে সমাজতান্ত্রিক শিবির অবলুপ্ত হওয়ার পর থেকে যুদ্ধের বিপদ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকা তথাকথিত একমেরু বিশ্বের সুযোগ নিয়ে একের পর এক আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, সুদান প্রভৃতি দেশে নানা অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি, লুণ্ঠন, হত্যা এবং অবাধ ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের পর তাদের উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে বিশ্ববাজারে আমেরিকা এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। আজ রাশিয়ার নেতা ভ্লাদিমির পুটিন সম্পূর্ণ রূপে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নায়ক। তিনি রাশিয়ার অভ্যন্তরে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে এবং সিআইএস রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাশিয়ান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধোন্মাদনা এবং 'মহান রুশ আত্মগরিমা' সৃষ্টির পথে হাঁটছেন। সেজন্য কৌশলে স্ট্যালিনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিজয়ের গৌরবকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু স্ট্যালিন সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধকে দুটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রাম বলে দেখিয়েছিলেন। সোভিয়েত ব্যবস্থা উন্নততর ব্যবস্থা হিসাবেই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল। তার সঙ্গে আজকের সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার আগ্রাসী যুদ্ধ চরিত্রগত ভাবেই পৃথক এবং নিন্দনীয়।

আজ যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বাজার দখলের লড়াই প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এই অবস্থায় আর একটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা একটা বাস্তব সম্ভাবনা হিসাবেই দেখা দিয়েছে। তবে এর বিরুদ্ধে কাজ করছে বিশ্বজুড়ে এবং আমেরিকার মতো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরেও যুদ্ধবিরোধী জনমতের শক্তি।

ইউক্রেনের জনগণকে আজ বুঝতে হবে সমাজতন্ত্র তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিল, দিয়েছিল সৌভ্রাতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ভাবে বিকশিত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ। আজ রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য তাদের শত্রু, কিন্তু রুশভাষী ইউক্রেনীয় শ্রমজীবী জনগণ তাদের শত্রু নয়। তাদের আসল শত্রু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ। রাশিয়ার আধিপত্যের পাল্টা হিসাবে আমেরিকার আধিপত্য কখনই কাম্য হতে পারে না। যে আমেরিকা আফগানিস্তান ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়াকে ধ্বংস করেছে, সেই আমেরিকার আধিপত্য অর্থাৎ ন্যাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নিও নাৎসীবাদী ভাবাদর্শ ইউক্রেনীয়দের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না বরং সর্বাত্মক ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে। আজ আমেরিকার অভ্যন্তরে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশে দেশে নিও-লিবারাল খোলাবাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে, বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে ছাত্র, যুবক, শ্রমজীবী জনগণ আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, অত্যাচার যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক পথ এবং উন্নত মতাদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধলড়াইয়ের মধ্যেই তাঁদের মুক্তির পথ নিহিত রয়েছে।

ভূমি দপ্তরে ওয়াটার ক্যারিয়ারদের আন্দোলনের জয়

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা ওয়াটার ক্যারিয়ার অ্যান্ড সুইপার ইউনিয়নের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ভূমিদপ্তরে কর্মরত কর্মবন্ধুদের গ্রুপ-ডি কর্মচারী স্বীকৃতির বিষয়ে ভাবনা শুরু করেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্লকের বি এল আর ও এবং এস ডি এল আর ও অফিসে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি তোলার ফলে হাওড়া জেলা ডি এল আর ও অফিস ভূমি দপ্তরের কাছে গ্রুপ ডি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতির বিষয়টি সুপারিশ করেছে।

এমতাবস্থায় আন্দোলন শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ১৭-২৪ ফেব্রুয়ারি ইউনিয়নের হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে আমতা ১, ২, বাগনান ২ ব্লকের বি এল আর ও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সমর মাঝি ও হাওড়া জেলা সম্পাদক নিখিল বেরা। হাওড়া জেলার কর্মবন্ধুরা আগামী ১০ মার্চ উল্লিখিত দাবিগুলি নিয়ে হাওড়া ডিএলআরও অফিস অভিযান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে কাজ করার দাবি তুলল পিএমপিএআই

প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া ২৩ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য সচিবকে স্মারকলিপি দেয়। পিএমপিএআই-এর মুখ্য উপদেষ্টা প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ইনফরমাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি তুলে ধরেন। অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, মেডিকেল অফিসারদের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্সদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। আরও বেশি সংখ্যায় ট্রেনিং সম্পন্ন করা এবং ট্রেনিং শেষে শংসাপত্র দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানান স্বাস্থ্যসচিব।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইনফরমাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের (স্বাস্থ্য পরিবেষক) স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগের প্রশ্নে সচিব বলেন, এরকম কোনও পরিকল্পনাও নেই, বাস্তবে এটা সম্ভব নয়। অ্যাসোসিয়েশন দাবি জানায়, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে তাদের মেডিকেল অফিসারের তত্ত্বাবধানে কাজে লাগানো হোক। নতুনদের নাম নথিভুক্তিকরণ ও ভুয়ো তালিকাভুক্তদের নাম বাতিলের দাবিতে সচিব সম্মতি জানান। কোভিডে মৃত স্বাস্থ্য পরিবেষকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে তিনি অর্থ দপ্তরকে 'নোট' পাঠাবেন বলে জানান।

হাসপাতালের ওষুধ তালিকা ছাঁটাইয়ের প্রশ্নে তিনি স্বীকার করেন যে, তালিকা অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। বাদ যাওয়া ওষুধের নির্দিষ্ট তালিকা দিলে তিনি বিবেচনা করবেন। প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, সহ সভাপতি যুগল পাখিরা এবং প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার কোর্সের সম্পাদক ডাঃ নীলরতন নাইয়া।

সব শাসকই চায় অনুগত সংবাদমাধ্যম

তিনের পাতার পর

জরুরি হয়ে উঠেছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী ঠিক তার বিপরীত রাস্তাতেই হাঁটতে শুরু করেছেন। রাজ্যে তৃণমূল শাসনে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে কারচুপি, ছাপ্পা, জবরদস্তি কিংবা বিরোধীদের ওপর হামলায় আর কোনও গোপনীয়তা রাখছেন না দলের নেতারা। চলছে জনগণের টাকার ব্যাপক তছরুপ। বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার ভয়ঙ্কর নজির আনিস হত্যার ঘটনা। স্বাভাবিক ভাবেই এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনরোষ ফেটে পড়েছে। গণবিক্ষোভের সেই সংবাদ প্রকাশ করায় সংবাদমাধ্যমের উপর রুষ্ট হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী দলীয় দুষ্কৃতী বাহিনীকে সংযত করার পরিবর্তে সংবাদমাধ্যমকেই 'সাপোর্ট' না দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। অথচ সংবাদমাধ্যম তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বই পালন করেছে।

স্বাভাবিক ভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর এমন আচরণ সংবাদ মাধ্যম এবং গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষ উভয়ের কাছেই বিপজ্জনক ইঙ্গিত হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা, একই সাথে জনস্বার্থ রক্ষার স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীর এমন মনোভাবের তীব্র সমালোচনা সমাজের সব স্তর থেকেই হওয়া দরকার।

চণ্ডীগড়ে বিদ্যুৎকর্মীদের ৩ দিনের ধর্মঘট

চণ্ডীগড় বিদ্যুৎ দপ্তর বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে দপ্তরের কর্মীরা ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ২২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, এটি একটি লাভজনক সংস্থা যার যান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক ক্ষতি খুবই কম। এটিকে মাত্র ৮৭১ কোটি টাকায় আরপি গোয়েঙ্কা গ্রুপকে বিক্রি করে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বেসরকারিকরণ বিরোধী আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৮-২৯ মার্চ কেন্দ্রের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ১০টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন।

বাইক ট্যাক্সি চালকদের লালবাজারে দাবিপত্র পেশ

বাইক ট্যাক্সি চালকরা প্রতিনিয়ত পুলিশি জুলুম এবং বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির শোষণের শিকার হচ্ছেন। বেকারত্বের হার যখন সর্বোচ্চ তখন কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মহীন বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের অন্যতম মাধ্যম বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা। কলকাতার বাইক ট্যাক্সি চালকদের বৃহৎ অংশের দাবি পুলিশি জুলুমের পাশাপাশি ওলা-উবের প্রভৃতি কোম্পানিগুলির বিভিন্ন ভ্রান্ত নীতির ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য ভাড়ার পুনর্বিন্যাস, অফিসিয়াল কাজে প্রশাসনের গড়িমসি, ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক ফাইন, পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়ন কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারে পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক)-এর কাছে স্মারকলিপি দেয় এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। শ'তিনেক চালক উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সভাপতি শান্তি ঘোষ বলেন, গণপরিবহণে একসময় সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালের এক আইনের মাধ্যমে আরটিএ এবং পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে তুলে দিয়ে এজেন্সি মারফত কাজ করানো এবং বাস ও অন্যান্য গণপরিবহণে কন্ট্রাকচুয়াল লেবারের সংখ্যা বাড়ানোর যে কথা বলেছে, রাজ্য সরকার তাকেই কার্যকর করছে। তিনি বলেন, বাইক ট্যাক্সি অপারেটরদের উপরে অতিরিক্ত পরিমাণে জরিমানা ধার্য করে কার্যত তাদেরকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

কলকাতার বাগমারিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি এক বাইক ট্যাক্সি চালকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়নের সম্পাদক দেবু সাউ। তিনি অ্যাপ কোম্পানিগুলিকে বাইক ট্যাক্সি চালক সহ যাত্রীদের জীবন বিমা করানোর এবং সমস্ত বাইক ট্যাক্সি চালকদের 'সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প'-এর আওতায় আনার দাবি জানান।

তাঁর আরও দাবি, অবিলম্বে বাইক ট্যাক্সিকে আইনানুগ স্বীকৃতি দিতে হবে, দুর্ঘটনায় মৃত বাইক ট্যাক্সি চালকের পরিবার সহ আরোহীকে অ্যাপ কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

রায়দিঘিতে রাস্তা অবরোধ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘি থেকে খাড়াপাড়া সহ রায়দিঘি বিধানসভা এলাকার অধিকাংশ রাস্তা অত্যন্ত খারাপ, প্রায় দিনই দুর্ঘটনা ঘটছে, প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা একেবারে নিশ্চুপ। অবিলম্বে রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি রায়দিঘি কাছারি মোড়ে রাস্তা অবরোধ করা হয়। অবরোধে স্থানীয় বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। রায়দিঘি থানার পুলিশ পূর্ত দপ্তরের অফিসারের সাথে কথা বলে রাস্তা মেরামতের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে
জয়নগরের নাগরিকরা রাস্তায় নামলেন

গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মতো জয়নগরেও সকাল ৯টা থেকেই বুথ দখল শুরু হয়ে যায়। টিএমসি নেতা ও বিধায়করা কুলতলি, মন্দিরবাজার, মগরাহাট, জয়নগর, রায়দিঘি, ক্যানিং থেকে কয়েকশো সশস্ত্র গুণ্ডা নিয়ে এসে ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৪ ওয়ার্ড দখল করে নেয়। বাকি ওয়ার্ডগুলোতেও সন্ত্রাস চালায়।

এসইউসিআই(সি)-র সাত বারের কাউন্সিলর প্রবীণ শিক্ষক কমরেড সুদর্শন হালদারও তাদের লাঠির আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড তরুণকান্তি নস্কর বলেন, এ পর্যন্ত যত নির্বাচন হয়েছে জয়নগরের শান্তিপ্রিয় মানুষ এ জিনিস প্রত্যক্ষ করেনি। এ বার দেখল জয়নগরে একের পর এক বুথ দখল, বিরোধী প্রার্থী, এজেন্টেদের মেরে বের করে দেওয়া, মোবাইল কেড়ে নেওয়া, সাংবাদিকদের ছবি তুলতে না দেওয়া, ক্যামেরা কেড়ে নেওয়া অবাধে চলেছে। দুষ্কৃতীরা ব্যাপক বোমাবাজি করে ও প্রায় ৫০ রাউন্ড গুলি চালায়। জয়নগর থানা থেকে ৫০ ফুট দূরত্বে ২ নম্বর ওয়ার্ডের বুথ। সেই বুথ হার্মাদরা দখল করে নেয়। অথচ ভোটের আগে দু-তিন দিন ধরে দলের পক্ষ থেকে ডিএম, এসডিও, এসপি, এএসপি, রিটার্নিং অফিসারদের এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে, এই আশঙ্কার কথা বারে বারে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কোনও ব্যবস্থা নেননি। নির্বাচন কমিশন, পুলিশ, তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এস ইউ সি আই (সি) উপযুক্ত

নিরাপত্তা দিয়ে পুনরায় নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে।

ভোটের আগের দিন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঢুকে ভোটারদের হুমকি দিতে থাকলে প্রতিবাদে রাতেই রাস্তা অবরোধ করেন নাগরিকরা। ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় জয়নগর-মজিলপুরের নাগরিকরা পদযাত্রা করে 'নীরব ধিক্কার' জানান। জয়নগর থানার মোড় থেকে শুরু হয়ে এই প্রতিবাদী মিছিল শহরের রাস্তা পরিক্রমা করে এবং তৃণমূলের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হন। এলাকার নারী-পুরুষ দলমত নির্বিশেষে এই প্রতিবাদকে স্বাগত জানান।

বই মেলায় এসইউসিআই (সি)-র
বইপত্র সংগ্রহ করুন

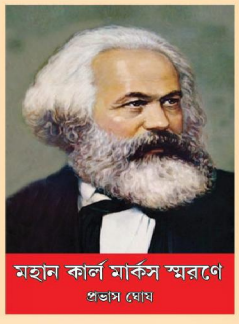
মহান কার্ল মার্কস স্মরণে
প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে মতাদর্শগতভাবে বিচার করুন।
অন্য বামপন্থী দলগুলোর সাথে এর পার্থক্য জানুন। এ দলের সংগ্রামী চরিত্রের উৎস কী?
শোধনবাদী আক্রমণে সমাজতান্ত্রিক শিবির ভাঙলো কেন?
শরৎচন্দ্রের চিন্তার ও সাহিত্যের অনন্যতা কী? -ইত্যাদি বহু মৌলিক চিন্তার উপাদান পেতে

কলকাতা বইমেলায়
গণদাবী তে আসুন
স্টল ১৪০
সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্ক
২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মার্চ, ২০২২

আনিস হত্যার যথাযথ তদন্ত দাবি
এস ইউ সি আই (সি)-র

ছাত্র নেতা আনিস খানের খুনের প্রতিবাদে ছাত্রদের মিছিলের উপর পুলিশের বর্বর লাঠিচার্জের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ও খুনের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

'আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আনিস খানের মর্মান্তিক হত্যার বিচারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের মিছিলে কলেজ স্ট্রিটে রাজ্য সরকারের পুলিশ যেভাবে ব্যাপক লাঠিচার্জ করেছে এবং বেশ কয়েকজন প্রতিবাদীকে গ্রেফতার করেছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। ঘটনার ৪ দিন অতিক্রম হওয়ার পরও তদন্তে সরকার কোনও কার্যকরী ভূমিকা নেয়নি। আমরা এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সাথে তদন্তের গতি বাড়ানোর দাবি করছি।

মর্মান্তিক এই হত্যাকাণ্ডের পর আনিসের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে যেভাবে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলোর দড়ি টানাটানি চলছে তা খুবই ন্যক্কারজনক। এই হত্যার পিছনে সরাসরি পুলিশ কিংবা পুলিশের পোশাকে দুষ্কৃতী যাদেরই ভূমিকা থাকুক তার দায় সরাসরি রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। তা না করে সরকার যেভাবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ অথবা চাকরির প্রসঙ্গ তুলে পরোক্ষে তদন্তের দায়ভার এড়াচ্ছে তা অত্যন্ত নিন্দাজনক।

আমরা মনে করি, নীতিহীন ক্ষমতালোভী রাজনীতির কারণেই আজ দুষ্কৃতীদের এই ধরনের বাড়বাড়ন্ত, যা কার্যত সাধারণ মানুষের সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরেই আক্রমণ। শক্তিশালী গণআন্দোলনের রাজনীতিই এই দুর্বৃত্তায়ন রুখে দিতে পারে।'

তদন্তের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কমরেড ভট্টাচার্য ২৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, 'গতকাল আনিসের হত্যাকারীদের সনাক্তকরণের জন্য তাঁর বাবার সামনে টি আই প্যারেড যেভাবে করানো হয়েছে তাতে সরকার আদৌ দোষীদের ধরতে চাইছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। পুলিশ নিজেই যেহেতু এই হত্যাকাণ্ডে যুক্ত তাই কারা এই অপরাধে জড়িত তা পুলিশের না জানার কথা নয়। সেক্ষেত্রে জড়িত সকলকে টি আই প্যারেডে হাজির না করে যাঁরা ওপরওয়ালার নির্দেশে ঘটনায় যুক্ত থাকার কথা নিজেরা স্বীকার করেছেন, কেবল তাঁদের হাজির করানো হল কেন? এর মাধ্যমে তদন্তে অযথা দেরি হচ্ছে এবং খুনের তথ্য-প্রমাণাদি লোপ করতে সাহায্য করা হচ্ছে। পুলিশ ও প্রশাসনের এই আচরণ একদিকে পুলিশের এবং অন্য দিকে সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের অনাস্থাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা সরকারের এই হীন প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি করছি।'

বাগনানে বিক্ষোভ মিছিল ঃ আনিস খানের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার চেয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার বাগনানে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করে দলের বাগনান লোকাল কমিটি। উপস্থিত ছিলেন দলের হাওড়া গ্রামীণ জেলা সম্পাদিকা কমরেড মিনতি সরকার, এ আই ডি এস ও নেতা কমরেড সেখ মহঃ মাসুদ প্রমুখ।

আনিস হত্যা ঃ নিরপেক্ষ তদন্ত চাইল সিপিডিআরএস

২৪ ফেব্রুয়ারি মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেবনাথ এবং সহ-সম্পাদক রাজকুমার

বসাক সহ ১১ সদস্যের একটি অনুসন্ধানকারী দল নিহত ছাত্র নেতা আনিস খানের বাড়িতে যান এবং তাঁর পিতা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলেন। আনিসের পরিবারের সমস্ত সদস্যই সিবিআই তদন্তের দাবি জানান।

শোকে মুহ্যমান পিতাকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস সর্বতোভাবে তাঁর পাশে আছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, তিনি যেন মহামান্য হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্ত চান। তদন্ত নিরপেক্ষ হোক, আনিসের হত্যাকারীরা অবিলম্বে চিহ্নিত হোক এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক এই দাবিতে সিপিডিআরএস জেলায় জেলায় আন্দোলন সংগঠিত করবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com